গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা।
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

নং-৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৯৯.০০৯.২২-**১৫১৬**

তারিখ: ০১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ / ১৬ নভেম্বর, ২০২২

বিষয়: সারাদেশে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য অনুষ্ঠিত ২০২২ সালের ৫ম আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

সূত্র: এ বিভাগের নগর উন্নয়ন-২ শাখার স্মারক নং-১৮৫, তারিখ: ০৯/১১/২০২২ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সারাদেশে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩০/১০/২০২২ খ্রি. তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উক্ত সভার কার্যবিবরণী অত্রসাথে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি: সভার কার্যবিবরণী ০৫ ফর্দ।

১৬/১১/২০২২
(মো: আব্দুর রহমান)
উপসচিব
ফোন: ০২৯৫১৪১৪২

মেয়র
সকল পৌরসভা

নং-৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৯৯.০০৯.২২-**১৫১৬/১(৫)**

তারিখ: ০১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ / ১৬ নভেম্বর, ২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল:

১। অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। উপসচিব (পৌর-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। অফিস কপি।

১৬/১১/২০২২
(মো: আব্দুর রহমান)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
নগর উন্নয়ন-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনা'র মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বিষয়: **সারাদেশে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থার কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য অনুষ্ঠিত ২০২২ সালের ৫ম আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি	:	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি মাননীয় মন্ত্রী; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থান	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ ও সময়	:	৩০ অক্টোবর ২০২২, সকাল ১১.০০ টা
উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	**পরিশিষ্ট- 'ক'**

সভার আলোচনা:

১.১ মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী সভা শুরু করেন। তিনি বলেন, সারাদেশে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থার কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য আজকের এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, এ বিষয়ে গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ৪র্থ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থা তাদের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা করছে। তিনি আরোও বলেন, এ বছর অক্টোবর মাস শেষ পর্যায়ে হলেও পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা অনুসারে অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছরে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব উর্ধ্বমুখী পরিলক্ষিত হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে সকল প্রকার মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পর্যায়ে তিনি সভায় সূচনা বক্তব্য প্রদান করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী ও সভার সভাপতিকে অনুরোধ জানান।

১.২ মাননীয় মন্ত্রী সভায় উপস্থিত ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর ও চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), সরকারের সিনিয়র সচিব/সচিব, অন্যান্য কর্মকর্তা ও সাংবাদিকবৃন্দকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, ২০১৯ সাল থেকে এডিস মশার কারণে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায়। সে সময়ে ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভয়াবহ থাকলেও এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ২০১৯ সাল থেকে এ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ডেঙ্গু সমস্যা নিরসনকল্পে করণীয় কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিত করে সিটি কর্পোরেশনসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য সংস্থাসমূহ তাদের সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে ডেঙ্গু প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করছে। পরবর্তীকালে ২০২০ সালে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং ২০২১ সালে প্রায় ২০,০০০ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছিল। তিনি বলেন, ২০২২ সালে ডেঙ্গু রোগের তীব্রতা আমাদের সমসাময়িক গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশগুলোতেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী আরোও বলেন, সাধারণত সেপ্টেম্বরের পর থেকে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব নিম্নগামী পরিলক্ষিত হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এ বছর অক্টোবরের শেষের দিকেও এর বিরূপ অবস্থা দেখা যাচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী এ পর্যায়ে এশিয়ার কয়েকটি দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেন। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সকল ধরণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এডিস মশার প্রজননরোধে জনসচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডকে ১০ (দশটি) সাবজোনে বিভক্ত করে সকল শ্রেণি-পেশার জনগণকে সম্পৃক্ত করে সংশ্লিষ্ট

ওয়ার্ড কমিশনারের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনসমূহে মশক নিধনে ব্যবহৃত কার্যকর কীটনাশকের পর্যাপ্ত মজুদ নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া পর্যাপ্ত সংখ্যক জনবল নিয়োগ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে এ খাতে সিটি কর্পোরেশনসমূহকে নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে মশকের কীটনাশক আমদানির ক্ষেত্রে Monopoly Business দূর করা হয়েছে। তিনি আরোও বলেন, এডিস মশার প্রজননরোধ এবং আবাসস্থল পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষ্যে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে ২০১৯ সাল থেকে এ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জনসচেতনতামূলক TVC প্রচার অব্যাহত রয়েছে। মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে ও মশকের বংশবিস্তার রোধে সিটি কর্পোরেশনসমূহের সমন্বিত কার্যক্রম এবং নিরলস চেষ্টার ফলে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের অবস্থান ভালো রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, এডিস মশা নিধনে এখনো কাঙ্খিত সফলতা অর্জিত হয়নি এবং এ ব্যাপারে আরোও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। এ পর্যায়ে তিনি গত সভার সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন এবং সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থার পক্ষ হতে তাদের চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে সভায় অবহিত করার আহ্বান জানান।

১.৩ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বছরব্যাপী মশক নিধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি বলেন, প্রত্যেক ওয়ার্ডে পর্যাপ্ত সংখ্যক জনবল নিয়োজিত রয়েছে যারা কাউন্সিলরদের নেতৃত্বে প্রতিনিয়ত মশক নিধন কার্যক্রম করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে তবে তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বহির্বিশ্বের সাথে তুলনা করলে আমাদের দেশের ডেঙ্গু এখনো নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, তবে সেটা পুরোপুরি সন্তুষ্টজনক নয়। সেক্ষেত্রে আরোও কি উপায়ে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে আনা যায় সে বিষয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। এ পর্যায়ে মাননীয় মেয়র ২০২১ ও ২০২২ সালের ডেঙ্গু রোগের বিস্তার সম্পর্কিত একটি চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ২০২১ সালের আগস্ট মাসে ডেঙ্গু আক্রান্তের হার ছিল উর্ধ্বমুখী, সেটা সেপ্টেম্বরে গিয়ে নিম্নমুখী হতে থাকে এবং অক্টোবরে এ ধারা একদম নিম্নমুখী থাকে। কিন্তু ২০২২ সালে এর ব্যাতিক্রম চিত্র দেখা যায়। ২০২১ এর তুলনায় ২০২২ সালের অক্টোবরে এ ধারা উর্ধ্বমুখী দেখা যাচ্ছে। মূলত ইদানীং ঘনঘন বৃষ্টি,লঘুচাপ ও সর্বোপরি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মাননীয় মেয়র বলেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ হতে জনসচেতনতা তৈরীর সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মশক নিধনে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনগণকে সম্পৃক্তকরণের জন্য নিয়মিত লিফলেট বিতরণ, মাইকিং করা, ইমামদের মাধ্যমে এ বিষয়ে বার্তা দেয়া, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে। এত কার্যক্রম গ্রহণ করা সত্ত্বেও জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা পূর্ণাঙ্গভাবে গড়ে উঠছে না। তিনি বলেন, এডিস মশার বিস্তার রোধকল্পে গবেষণার পরিধি বাড়াতে হবে। আমাদের দেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন IEDCR, ICDDR,b, CDC এবং কীটতত্ত্ববিদদের সমন্বয়ে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে। তিনি আরোও বলেন, এডিস মশার ডিম এক থেকে দুই বছর জীবিত থাকে এবং উৎসস্থল পেলে পুনরায় প্রজনন হয়। এর ফলে লার্ভা বিনষ্ট করা গেলেও ডিম বিনষ্ট করা যায় না। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও মাননীয় মেয়র বলেন, যেসকল এলাকায় ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বেশী সেখানে নির্দিষ্ট হাসপাতালকে ডেঙ্গু ডেডিকেটেড করে দিতে হবে। তিনি বলেন, জনসাধারণ যেন জ্বর হওয়ার সাথে সাথেই ডেঙ্গু পরীক্ষা এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় সে ব্যাপারে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ হতে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিতে হবে। এ ব্যাপারে তিনি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে নির্দেশনা দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

১.৪ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে মশক নিধন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন, আগের বছর গুলোতে অক্টোবর মাসে ডেঙ্গু আক্রান্তের হার সর্বনিম্ন ছিল কিন্তু এ বছরে অক্টোবরে বৃষ্টিপাত হওয়ায় ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, ১৮ থেকে ২০ অক্টোবর ৩৫,১৮৩ টি বাসা-বাড়িতে অভিযান করা হয়, যেখানে প্রায় ৪০ টি বাড়িতে এডিস মশার উৎসস্থল সনাক্ত করা হয় এবং জরিমানা করা হয়। তিনি আরোও বলেন, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক TVC

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে চালু করতে হবে, সেখানে ডেঙ্গু রোগের উপসর্গ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে। মাননীয় মেয়র বলেন, উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ৪৬ টি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র আছে যেখানে বিনামূল্যে ডেঙ্গু পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু জনসাধারণ সে ব্যাপারে সচেতন নয়। এ লক্ষ্যে হাসপাতালসমূহকে SOP প্রণয়ন করে দিতে হবে। এছাড়া অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশের পাঠ্যপুস্তকেও ডেঙ্গু রোগের সামগ্রিক বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। সর্বোপরি গবেষণার মাধ্যমে এডিস মশাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

১.৫ মাননীয় মেয়র, চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, জনাব মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন যে, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে মশক নিধন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাস ভিত্তিক ডেঙ্গু রোগীর প্রতিবেদন অনুযায়ী ১ জানুয়ারি ২০২২ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে কোনো রোগী মারা যায় নি। গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে ২৬ অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা ১৩ জন এবং ২৬ অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ৬৪ জন। চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে মশক নিধনে ৩০০০ লিটার এডাল্টিসাইড, ৩২০০ লিটার লার্ভিসাইড, ৮০ টি ফগার মেশিন এবং ৩২০ টি স্প্রে মেশিন মজুদ রয়েছে। চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষিত সঠিক কীটনাশকের প্রয়োগ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে সচেতনতার লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ, মাইকিং ও প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। তিনি আরোও বলেন, ডেঙ্গু নিরসনকল্পে চট্রগ্রাম মহানগরীকে ৬ টি জোনে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিটি ওয়ার্ডকে ১০ টি সাবজোনে ভাগ করে কর্মকর্তা ও কাউন্সিলরদের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে। তিনি আরোও বলেন, ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসার সুবিধার্থে ৫৪ টি হেলথ কমপ্লেক্স এবং জেনারেল হাসপাতাল প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যেখানে ডেঙ্গু রোগীদের বিনামূল্যে টেস্ট করানো হয় এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। এছাড়া ১৫০০ জন আরবান স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়েছে যারা প্রতিনিয়ত তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে নগরীর ছাদবাগান নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে এবং নিয়মিত অভিযানের মাধ্যমে অপরিচ্ছন্ন ছাদবাগানের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে জরিমানা করা হচ্ছে। ২৬ অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত মোট ৬,৮০,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তিনি ডেঙ্গু নিধন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে অধিক বরাদ্দের জন্য মাননীয় মন্ত্রী বরাবর অনুরোধ জানান।

১.৬ অধ্যাপক ডাঃ মোঃ নাজমুল ইসলাম,পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সভাকে জানান, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী গত ২৪ ঘন্টায় ঢাকা মহানগরীতে ৪৮১ জন ডেঙ্গু রোগী সনাক্ত হয়েছে এবং ঢাকার বাইরে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮৮ জন। তিনি জানান, ২০২২ সালে জানুয়ারি থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৩৬,১৩১ জন এবং মোট মৃত্যুর সংখ্যা ১৩৪ জন। এছাড়া জানুয়ারি থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকা মহানগরীতে আক্রান্তের সংখ্যা ২৪,৮৫৩ জন এবং চট্রগ্রামে আক্রান্তের সংখ্যা ৪৪০৬ জন। তিনি বলেন, ২০১৯ সালে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেশি ছিল। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রীর নিবিড় তদারকি এবং সঠিক কর্মপরিকল্পনায় ২০২০ সালে মাত্র ১৪০৬ জন রোগী পওয়া যায়, ২০২১ সালে কিছুটা বেড়ে যায়। পরবর্তীতে ২০২২ সালে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, অকাল বর্ষা এবং নিম্নচাপসহ বিভিন্ন দুর্যোগের কারণে রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। তিনি আরোও বলেন, পুরো বিশ্বে ডেঙ্গুতে CFR (Case Fatality Rate) ১.৫% পর্যন্ত স্বীকৃত, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে সম্মিলিত ডেঙ্গু নিধন ব্যবস্থাপনার কারণে CFR ০.২৫%। সেক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি আরোও বলেন, ডেঙ্গু রোগীদের সেবা দেয়ার জন্য রাজধানীতে ৬ টি হাসপাতালকে ডেঙ্গু ডেডিকেটেড হাসপাতাল হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ঢাকার ৪ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীদের ভর্তি করানোর জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেকটি হাসপাতালে ডেঙ্গু কর্ণার অথবা ডেঙ্গু ওয়ার্ড অথবা মেডিসিন ওয়ার্ডে অন্যান্য রোগীদের সাথে আলাদা ব্যবস্থাপনায় রাখা হয়েছে। অতি সম্প্রতি ডিএনসিসি হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগী ভর্তি করানো হচ্ছে এবং গতকাল সেখানে ২৩ জন ডেঙ্গু রোগীকে ভর্তি করানো হয়েছে। তিনি জানান যে, ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালগুলোতে পর্যাপ্ত শয্যা প্রস্তুত আছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ঢাকার বাইরে কক্সবাজারে ডেঙ্গু

আক্রান্তের সংখ্যা সর্বোচ্চ। এখানে আক্রান্ত রোগীর মোট সংখ্যা ১২৮১৯ জন। তিনি বলেন, ডেঙ্গু রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে National Guideline for Clinical Management of Dengue Syndrome আপডেট করা হয়েছে। ডাক্তার নার্সদের এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এবং সে গাইডলাইন অনুযায়ী SOP নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া কখন কি পরিস্থিতিতে ডেঙ্গু রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন এর সাথে সমন্বয় রেখে Standard Operating Procedure নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে ডেঙ্গুর যেসকল বিপদজনক উপসর্গ আছে সেগুলো গণমাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে এবং টিভি স্ক্রলে দেয়া হচ্ছে। অন্যদিকে সন্দেহভাজন রোগীদের যারা ডেঙ্গু আক্রান্ত নাও হতে পারে তাদেরকেও হাসপাতালে ভর্তি করানো হচ্ছে। সর্বোপরি সামগ্রিকভাবে ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২২ সালে ডেঙ্গু শতভাগ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি বলেন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই সফলতা অর্জিত হয়েছে। তিনি মাননীয় মন্ত্রী এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়রগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

১.৭ জনাব মো. আনিছুর রহমান, চেয়ারম্যান, রাজউক সভাকে বলেন, মাননীয় মন্ত্রী ও আজকের সভার মাননীয় সভাপতির নির্দেশনা অনুসারে ১৫/০৯/২০২২খ্রি: তারিখে থেকে ২৩/১০/২০২২খ্রি: তারিখ পর্যন্ত রাজউক এর আওতাধীন ০৮টি জোনের ১৪৩৬ টি ভবন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কার্যক্রম চলাকালীন এডিস মশার বংশবিস্তার রোধে এডিস মশার সম্ভাব্য উৎপত্তিস্থলসমূহ ভবন মালিক/নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির মাধ্যমে পরিস্কার করানো হয় (ব্লিচিং পাউডার, মশা নাশক স্প্রে এবং কেরোসিন তেল ছিটানো হয়) এবং ভবনের চারপাশ নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া ২৮৩ টি নির্মাণাধীন ভবনের সামনে এডিস মশা নিধনের কার্যক্রম হিসাবে ডেঙ্গু সতর্কতা সাইনবোর্ড ভবন মালিক কর্তৃক স্থাপন করা হয়।

১.৮ জনাব মো. মিজানুর রহমান, শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, সভাকে জানান ২০২২ সালের জুলাই পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের হার বেশি ছিল। পাহাড়ি অঞ্চল, ক্যাম্পের ব্যবহৃত প্লাস্টিক এবং সাম্প্রতিক সময়ে বনায়ন এডিস মশার প্রজননকে ত্বরানিত করেছে। তবে মাননীয় মন্ত্রীর ৪র্থ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি বলেন অক্টোবরের ২১ তারিখ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১৪৩২ জন এবং অক্টোবরের দিকে আক্রান্তের হার নিম্নমুখী রয়েছে। মৃত্যুর সংখ্যাও কমেছে।

১.৯ জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সভাকে জানান মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তিনি জানান, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর, আবাসনের ঝোপঝাড়, ড্রেন ইত্যাদি পরিস্কার করা হয়েছে। সরকারি আবাসনসমূহে ফগার স্প্রে ব্যবহার করা হচ্ছে, নির্মানাধীন সাইটে ঔষধ ছিটানো হচ্ছে। তিনি বলেন, এ বিষয়ে সচেতনতার জন্য মসজিদের ইমামদের মাধ্যেমে বার্তা দিয়ে এলাকাবাসীকে সচেতন করা যেতে পারে। এছাড়া হাসপাতালে ভর্তিকৃত ডেঙ্গু রোগীর তথ্য সংগ্রহ করে কোন এলাকায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেশি সে অনুযায়ী ঐ সকল এলাকায় অভিযান চালিয়ে কীটনাশক প্রয়োগ এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম অব্যাহত রাখলে ডেঙ্গু সমস্যা অনেকাংশে নির্মুল হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

১.১০ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক জনাব জুয়েনা আজিজ বলেন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী'র নেতৃত্বে সকল সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নিবিড় ও সময়োপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, সাধারণ জনগণ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই যেন টিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় সে ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করতে হবে। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীরা যেনো হাসপাতালে গিয়ে সঠিক চিকিৎসা পায় এবং হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হলে দ্রুত ভর্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে আরোও কার্যকরী ভুমিকা পালন করতে হবে। তিনি আরোও বলেন, এডিস মশা নিধনকল্পে গবেষণার পরিধিকে সমৃদ্ধ করতে হবে। সর্বোপরি মাননীয়

মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরগুলোকে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

১.১১ সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী সভাকে বলেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছরে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব উর্ধ্বমুখী অবস্থায় আছে। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ এ ব্যাপারে সচেতন রয়েছে তবে জনগনকে সচেতন করার জন্য আরোও উদ্যোগ নিতে হবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে যে TVC প্রস্তুত করা হয়েছে সেটা সঠিকভাবে টিভি স্ক্রলে যাচ্ছে কিনা সেটা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এছাড়া হাসপাতালগুলোতে সমন্বয় করতে হবে। কোন রোগী যদি কোন হাসপাতালে ভর্তি হতে না পারে সেক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীকে অন্য হাসপাতালে ভর্তির ব্যাপারে তথ্য সরবরাহ করবে। তিনি আরোও বলেন, এডিস নিধন তথা ডেঙ্গুর সামগ্রিক বিষয়টি কে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। এছাড়া ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে প্রণীত জাতীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী কোন পর্যায়ে কোন কমিটি গঠন করা হয়েছে তার তথ্য এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। অন্যদিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে এডিস মশা নিধনে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

১.১২ মাননীয় মন্ত্রী ও সভার সভাপতি তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বলেন, ডেঙ্গু মোকাবেলায় সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য বিভাগ কর্তৃক সমন্বিত ও সঠিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং সেপ্রেক্ষিতে তাদের বছরব্যাপী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি বলেন, এ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ডেঙ্গুসহ মশাবিাহিত রোগ প্রতিরোধে জাতীয় নির্দেশিকা প্রনয়ণ করা হয়েছে। সেখানে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কি উপায়ে কমিটি গঠন করতে হবে এবং কোন পর্যায়ে কি করণীয় তা উল্লেখ রয়েছে। এ সকল নির্দেশনার আলোকে সকলের সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরোও বলেন, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং কীটতত্ত্ববিদদের সমন্বয় করে এডিস মশা নিধনে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করতে হবে। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে এগিয়ে আসতে হবে। এছাড়া ডেঙ্গুতে সনাক্ত হওয়ার পর আক্রান্ত ব্যক্তি যেন তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করে সে বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করে প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে হবে। ডেঙ্গু রোগীদের জন্য ডেডিকেটেড হাসপাতালসমূহের তথ্য জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করতে হবে এবং হাসপাতাল গুলোতে যে শয্যা সংখ্যা সীমিত নয় এ ব্যাপারে জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা ভেঙে দিতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, পাঠ্যপুস্তক গুলোতে এডিস মশাবাহিত রোগ তথা ডেঙ্গু রোগের বিস্তারের বিষয়ে সামগ্রিক তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে। এডিস মশার প্রজননের জন্য দায়ী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। সর্বোপরি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।

২. সভার সিদ্ধান্ত:

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

ক্র:	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১	(ক) ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে রাখার স্বার্থে সিটি কর্পোরেশনসমূহের মশক নিধন কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে। (খ) প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনে কুইক রেসপন্স টীম প্রস্তুত রাখতে হবে। অধিকন্তু ডেঙ্গু আক্রান্ত এলাকা/ওয়ার্ডসমূহের তথ্য প্রাপ্তির সাথে সাথে চিরুনী অভিযান পরিচালনা করতে হবে।	সকল সিটি কর্পোরেশন।

০২	(ক) সনাক্তকৃত ডেঙ্গু রোগীর সঠিক ঠিকানাসহ পূর্ণাঙ্গ তথ্য সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) ডেঙ্গু ডেডিকেটেড হাসপাতালসমূহের তথ্য জনসাধারণের জন্য ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ডেঙ্গু সনাক্ত হওয়ার পরপরই স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি এড়ানোর স্বার্থে জনসাধারণ যেন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় এ বিষয়ে প্রচারণা চালাতে হবে। (গ) ডেঙ্গু রোগীদের সেবায় হাসপাতালসমূহে পর্যাপ্ত শয্যা ও চিকিৎসক প্রস্তুত আছে বিষয়টি ব্যাপক প্রচার করতে হবে। যে সকল এলাকায় তুলনামূলকভাবে বেশী ডেঙ্গু রোগী সনাক্ত হয়, সে সকল এলাকা সংলগ্ন হাসপাতালকে ডেঙ্গু ডেডিকেটেড হাসপাতাল হিসাবে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ২। সকল সিটি কর্পোরেশন।
০৩	এডিসসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।
০৪	ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে জাতীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত কমিটির নিয়মিত সভা আয়োজন, প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং গৃহীত কার্যক্রমের তথ্য এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। জেলা প্রশাসকগণ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে বিষয়টি সমন্বয় করবেন।	১। জেলা প্রশাসক (সকল), ২। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান।
০৫	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এডিসসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে গবেষণা কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে সমন্বিত Vector Management কার্যক্রম চূড়ান্ত করতে হবে।	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ, ২।স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০৬	এডিস মশা নিধনের কার্যক্রম হিসেবে নির্মাণাধীন স্থাপনার সামনে মালিক কর্তৃক নিজ উদ্যোগে ডেঙ্গু সতর্কতা সাইনবোর্ড (মশক, লার্ভা মুক্ত) লাগাতে হবে। লার্ভা পাওয়া গেলে অবহেলার দায়ে তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।	১। সকল সিটি কর্পোরেশন, ২। রাজউক, ৩। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
০৭	(ক) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য বেসরকারি দপ্তরের আবাসন ও অন্যান্য স্থাপনা নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। নিয়মিত কার্যকর কীটনাশক স্প্রে করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাকে প্রয়োজনে সিটি কর্পোরেশনসমূহের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) রেলওয়ের পরিত্যক্ত ওয়াগন, টায়ার, থানাসমূহে মামলার আলামত হিসাবে জব্দকৃত যানবাহনসহ লার্ভা জন্মায় এ ধরণের স্থাপনা ধ্বংস/নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। সকল সিটি কর্পোরেশন, ২। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ৩। বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ৪।ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ৫। বাংলাদেশ রেলওয়ে, ৬। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ৭। জননিরাপত্তা বিভাগ।

০৮	(ক) হযরত শাহজালাল আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর এলাকায় মশার প্রজনন রোধে কার্যকর কীটনাশক প্রয়োগ, নিবিড় তদারকিসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) বিমানের পরিত্যক্ত টায়ারসহ এডিস মশা প্রজননের সকল উৎসস্থল ধ্বংস করার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ২। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ৩। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
০৯	ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকাধীন স্থাপনাসমূহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবে।	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা।
১০	(ক) ডেঙ্গু প্রতিরোধে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পসমূহের অভ্যন্তরে RRRC কক্সবাজার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সরকারী-বেসরকারী সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (খ) জেলা প্রশাসন কক্সবাজার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সরকারী-বেসরকারী দপ্তর/সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমন্বয়পূর্বক কক্সবাজার জেলায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। (গ) স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।	১।স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ৩।শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, কক্সবাজার ৪। জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার।
১১	(ক) কৃষি মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় করে মশক নিধনের বিষয়ে (ছাদবাগান ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করবে। (খ) রাজধানীতে ছাদবাগানসমূহ পরিচ্ছন্ন রাখাসহ ফুলের টবে এডিস মশা প্রজননে প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে নিয়মিত লার্ভিসাইড/কেরোসিন দেওয়ার জন্য প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে হবে।	১। কৃষি মন্ত্রণালয়, ২। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ৩। সকল সিটি কর্পোরেশন।
১২	এডিস প্রজননে ইচ্ছাকৃতভাবে উৎসাহিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	সকল সিটি কর্পোরেশন।

৩. সভাপতি সকলকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে স্ব-স্ব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের আহবানসহ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তাং-০৮/১১/২০২২খ্রি:
(মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি)
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

০৮	(ক) হযরত শাহজালাল আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর এলাকায় মশার প্রজনন রোধে কার্যকর কীটনাশক প্রয়োগ, নিবিড় তদারকিসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) বিমানের পরিত্যক্ত টায়ারসহ এডিস মশা প্রজননের সকল উৎসস্থল ধ্বংস করার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ২। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ৩। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
০৯	ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকাধীন স্থাপনাসমূহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবে।	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা।
১০	(ক) ডেঙ্গু প্রতিরোধে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পসমূহের অভ্যন্তরে RRRC কক্সবাজার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সরকারী-বেসরকারী সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (খ) জেলা প্রশাসন কক্সবাজার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সরকারী-বেসরকারী দপ্তর/সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমন্বয়পূর্বক কক্সবাজার জেলায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। (গ) স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।	১।স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ৩।শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, কক্সবাজার ৪। জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার।
১১	(ক) কৃষি মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় করে মশক নিধনের বিষয়ে (ছাদবাগান ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করবে। (খ) রাজধানীতে ছাদবাগানসমূহ পরিচ্ছন্ন রাখাসহ ফুলের টবে এডিস মশা প্রজননে প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে নিয়মিত লার্ভিসাইড/কেরোসিন দেওয়ার জন্য প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে হবে।	১। কৃষি মন্ত্রণালয়, ২। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ৩। সকল সিটি কর্পোরেশন।
১২	এডিস প্রজননে ইচ্ছাকৃতভাবে উৎসাহিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	সকল সিটি কর্পোরেশন।

৩. সভাপতি সকলকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে স্ব-স্ব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের আহবানসহ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তাং-০৮/১১/২০২২খ্রি:
(মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি)
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্মারক নং: ৪৬.০০.০০০০.১০৭.০৫.০০১.২১- **১৮৫ (১/১০০)**

তারিখ: ২৪ কার্তিক ১৪২৯ / ০৯ নভেম্বর ২০২২

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মাননীয় মেয়র, সিটি কর্পোরেশন (সকল)।
২. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা (সদয় জ্ঞাতার্থে)।
৪. সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৮. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১. সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২. সিনিয়র সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
১৪. সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৫. সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শেরে এ বাংলা নগর, ঢাকা।
১৬. সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১৯. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০. সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ইস্কাটন, ঢাকা।
২১. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২২. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫. সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
২৬. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৭. সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৮. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৯. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩০. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
৩১. সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩২. সচিব, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় , বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৩. সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় , বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৪. সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৫. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৬. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৭. সচিব, সেতু বিভাগ, মহাখালী, ঢাকা।
৩৮. সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৯. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪০. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪২. সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৩. সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪৪. সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪৫. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৬. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৭. সচিব, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪৮. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৪৯. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫০. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫১. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫২. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৩. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৪. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৫. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৬. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৭. সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৮. অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৯. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন/ প্রশাসন/ পানি সরবরাহ/ উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬০. বিভাগীয় কমিশনার, ... বিভাগ (সকল)।
৬১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ... সিটি কর্পোরেশন (সকল)।
৬২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, চট্টগ্রাম ওয়াসা, রাজশাহী ওয়াসা/ খুলনা ওয়াসা।
৬৩. চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ / চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
৬৪. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬৫. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৬৬. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৬৭. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরনি, কাকরাইল, ঢাকা।
৬৮. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৬৯. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
৭০. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৭১. মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরানবাজার, ঢাকা।
৭২. মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৭৩. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৭৪. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ঢাকা।
৭৫. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৭৬. মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি ভবন, গ্রীন রোড, ঢাকা।
৭৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৭৯. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।
৮০. রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, সরকারি পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
৮১. শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশানার, কক্সবাজার।
৮২. প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/ জ্যেষ্ঠ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ... সিটি কর্পোরেশন (সকল)।
৮৩. চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ..... (সকল)।
৮৪. মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮৫. জেলা প্রশাসক, ... জেলা (সকল)।
৮৬. ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

৮৭. উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১/২/ জেলা পরিষদ/ পৌর-১/ পৌর-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮৮. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ... বিভাগ (সকল)।
৮৯. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ .....(সকল)।
৯০. মেয়র, ... পৌরসভা (সকল)
৯১. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯২. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
উপসচিব
ফোন: ৫৫১০০৬৭৭
ই-মেইল: urbandevelopment2@lgd.gov.bd